সম্মান এবং লজ্জা

বোরহানউদ্দিন খান জাহাঙ্গীর*

What's the opposite of shame? What's left when *sharm* is subtracted? That's obvious: shamelessness. (Rushdie, 1983: 39).[১] সালমান রুশদীর উপন্যাসের বিষয়ঃ লজ্জা, লজ্জার বিয়োগ ঘটলেই লজ্জাহীনতা অপ্রতিরোধ্যভাবে দেখা দেয়। সেই দেখা দেয়াটাকে তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের পরিসরে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর উত্থান ও পতন এবং জিয়াউল হকের ক্ষমতা দখলের পরিসরে উপন্যাসের কাল্পনিক বিস্তারে বিনির্মাণ করেছেন। সেই বিনির্মাণের কেন্দ্রে একটি প্রত্যয় (concept) কাজ করেছে। প্রত্যয়টি হচ্ছে ঃ লজ্জা।

লজ্জার বিপরীত কি সম্মান? কিংবা লজ্জার বিপরীত কি লজ্জাহীনতা? এই প্রত্যয়টিকে এবং এই প্রত্যয়টির ক্রিয়াশীলতাকে আমি বুঝাবার চেষ্টা করব বাংলাদেশের সমাজের ক্ষেত্রে।

২

আমাদের প্রাত্যহিক আলাপচারীর ক্ষেত্রে সম্মান ও লজ্জা একটি যুগল শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। শব্দটি কিংবা শব্দ দুটি আমরা ব্যবহার করি আড্ডায়, গুজবে, পরচর্চায়; সারাজীবন যে-সব শব্দ আমরা বেশী ব্যবহার করি তাদের অন্যতম হচ্ছে এই শব্দ দুটি। বহু ধরনের কাজের বেলা শব্দ দুটি ব্যবহৃতঃ সম্মানের সঙ্গে যুক্ত অর্থে, লজ্জাহীনতার সঙ্গে যুক্ত অর্থে কিংবা লজ্জার সঙ্গে যুক্ত অর্থে। এই বিবিধ যুক্ততার দরুণ শব্দ দুটির নির্দিষ্ট অর্থ সব সময় নিশ্চিত করা সম্ভব হয় না।

---

* রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রচলিত সমাজবোধে সম্মান পুরুষের সঙ্গে যুক্ত। সম্মান নষ্ট হওয়া অর্থাৎ পৌরুষত্ব নষ্ট হওয়া। অন্যপক্ষে পুরুষের অন্যতম কাজ নারীর সম্মানবোধ রক্ষা করা। আবার লজ্জা নারীর সঙ্গে যুক্ত, ঐ যুক্ততা নারীর বিশেষণ, যেমন লজ্জা নারীর ভূষণ। সেজন্য সম্মান উপস্থাপিত একান্তভাবে পুরুষের গুণ হিসাবে। পুরুষের এই গুণ অনেকাংশে নারীর আচরণের ওপর নির্ভরশীল। একজন পুরুষ সকল দিক থেকে সম্মানীয় আচরণ করা সত্ত্বেও তার সম্মান নাটকীয় ভাবে নষ্ট হতে পারে যদি তার পরিবারভুক্ত নারী যৌনাচারণে ভ্রষ্ট হয়।

বাঙ্গালী মুসলিম সংস্কৃতির এ দুটি উপাদান কতদূর পর্যন্ত যথার্থ তা পরিক্ষা করা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

৩

সম্মান ও লজ্জার পরিসর নিয়ে যে-সব নৃবিজ্ঞানী কাজ করেছেন তাঁদের মধ্যে পিট-রিভারস, ব্লক, ডড, ব্ল্যাক-মিশা, উন্নি-উইকান অন্যতম। পিট-রিভারস কাজ করেছেন স্পেনের সিয়ারা অঞ্চলে। সেই কাজের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন যে সম্মান নারী পুরুষ নির্বিশেষে আত্মমর্যাদা এবং সামাজিক শ্রদ্ধার সঙ্গে জড়িত,[২] সেইসঙ্গে তিনি দেখিয়েছেন পুরুষের সম্মান চূড়ান্ত পর্যায়ে নারীর যৌন আচরণের ওপরও নির্ভরশীল।[৩] ব্লক[৪] ভূমধ্যসাগরীয় বিভিন্ন সমাজ তদন্ত করেছেন, তিনি দেখিয়েছেন যে এ সব সমাজে সম্মানের সঙ্গে যুক্ত পুরুষ, নারীর কোন সম্মান নেই। ডড[৫] কাজ করেছেন আরব সমাজে, এ সমাজে তাঁর সিদ্ধান্ত সম্মানের বোধ একান্তভাবে পুরুষ কেন্দ্রিক। ব্ল্যাক-মিশা[৬] ভূমধ্যসাগর এবং মধ্যপ্রাচ্যের সমাজে সম্মানের সঙ্গে পুরুষের এবং লজ্জার সঙ্গে নারীর যুক্ততা দেখেছেন। এঁদের মধ্যে উন্নি-উইকান মহিলা নৃবিজ্ঞানী, তিনি মিশর ও ওমানে কাজ করেছেন। তাঁর সিদ্ধান্ত হচ্ছে সম্মান ও লজ্জার বোধ পুরুষ ও নারীর ক্ষেত্রে ভিন্ন; অর্থাৎ সম্মান পুরুষ কেন্দ্রিক এবং লজ্জা নারী কেন্দ্রিক এই ধারণা সত্য নয়।[৭] প্রবন্ধের এই পর্যায়ে একটি মন্তব্য করা সঙ্গত: যেক্ষেত্রে পুরুষ নৃবিজ্ঞানীরা পুরুষের জগতে বিচরণ করেছেন সেক্ষেত্রে মহিলা নৃবিজ্ঞানী

নারীর জগত তদন্ত করেছেন। ডিসকোর্সের এই সমস্যা আমি প্রবন্ধের শেষাংশে আলোচনা করব।

নৃবিজ্ঞানীদের এ সব বক্তব্য আমি দুটি কেস স্টাডির ভিত্তিতে বুঝবার চেষ্টা করব।

৪

কেস স্টাডি–১

বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ঘটনাটি ঘটেছে। আমি গুপ্ত এক প্রতিরোধ গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলাম। আমাদের গ্রুপের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন জনৈকা মহিলা। তাঁর স্বামী সরকারী কর্মচারী ছিলেন। মহিলা আমাদের ঔষধ পত্র যোগাড় করে দিতেন, টাকা পয়সা দিয়ে সাহায্য করতেন, কখনো-কখনো গেরিলাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করে দিতেন।

একদিন মহিলার বাড়িতে গিয়েছি কোন কাজে। দেখি মহিলা মুখ ভার করে বসে আছেন।

জিগগেস করেছি, কি হয়েছে ?

মহিলা তিক্ত কণ্ঠে জবাব দিয়েছেন, বলবেন না, দালালের সংসার করছি।

মানে ?

আমার স্বামী দালাল, পাকিস্তান আর্মির দালাল।

আমি চুপ থেকেছি। একটি নতুন গেরিলা গ্রুপ ঢাকায় এসেছে। তাদের আশ্রয়ের ব্যবস্থার জন্য মহিলাটির কাছে আসা।

মহিলাটি ফের বলেছেন, এই যুদ্ধে কত বাঙ্গালী মারা যাচ্ছে। কত নারী লাঞ্ছিতা হচ্ছে। আমাকে বলে কিনা ওদের সঙ্গে তো তোমার যোগাযোগ আছে। দাও না কিছু খবর। আমার একটা প্রমোশন হয়ে যায়। আমি বলেছি ফের যদি ও সব বলো আমি ঘর ছেড়ে চলে যাব।

যুদ্ধের আর একটা দিক আমার চোখে ভেসে উঠেছে। সারাটা দেশ যেমন যুদ্ধ করছে পাকিস্তান আর্মির বিরুদ্ধে, তেমনি করে যুদ্ধ করছে প্রচলিত আনুগত্য এবং সংস্কারের বিরুদ্ধে। দেশ জ্বলছে, ঘর সংসার জ্বলছে, আমরা সবাই জ্বলছি।

আমরা দুজন অনেকক্ষন চুপ থেকেছি। মহিলাটি সেই স্তব্ধতা

ভেঙ্গে বলেছেন, লোকটাকে দেখলে এখন আমার গা ঘিনঘিন করে। আমি দালালের বউ এটা ভাবতেই পারি না। তিল তিল করে আমার "সম্মান" নষ্ট হচ্ছে।

যুদ্ধ শেষের পর মহিলাটির সঙ্গে আমার ফের দেখা হয়েছে। জিগগেস করেছি কেমন আছেন? আপনার স্বামী কেমন? মহিলাটি জবাব দিয়েছেন, আমি ভালো আছি। ওকে আমি ডিভোর্স দিয়েছি। আমি "সম্মানের" সঙ্গে বেঁচে থাকতে চাই।

মহিলাটি বাংলায় এম এ পাশ করেছেন। যতদিন গৃহবধু ছিলেন চাকরি করেন নি। এখন একটি স্কুলে শিক্ষকতা করছেন।

কেস স্টাডি–২

আমি এক দম্পতির সঙ্গে পরিচিত ছিলাম। ১৯৮০ র প্রথম দিককার ঘটনা। স্বামী স্কুল মাষ্টার, নিরীহ ভদ্রলোক। স্ত্রী চাকরিজীবী, কোন এক এয়ারলাইনস অফিসে কাজ করেন। স্বামী স্কুলে হেঁটে যেতেন, কদাচিৎ রিকসায় উঠতেন। স্ত্রীকে অফিসের গাড়ি তুলে নিয়ে যেত। স্ত্রীটি প্রায়ই সন্ধ্যা নাগাদ বাসায় ফিরতেন, কখনো কখনো রাত্রে।

মাঝে মাঝে ওদের বাড়ী যেতাম।
ভদ্রলোককে জিগগেস করতাম, ভাবী ফেরেন নি?
না। কাজের চাপ, ফিরতে দেরী হয়।
আমি উঠি।
বসুন। চা খেয়ে যান।
এটা সেটা নিয়ে গল্প করতাম। বাজার দর, রাজনীতি, দেশের হালচাল। কখনো কখনো আমাদের আলাপের মধ্যে মহিলাটি ফিরে আসতেন। মহিলা সুন্দরী, আকর্ষণীয়।
বলতেন, ওকে চা দিয়েছ?
আমি বলতাম, চা খেয়েছি।
ভদ্রলোক বলতেন, ও চাকরি করে, নয় তো সংসার টানতে পারতাম না।

কখনো কখনো ওদের বাড়ী গিয়ে শুনেছি মহিলা ব্যাংকক গেছেন। কখনো শুনেছি সিংগাপুর গেছেন। কখনো শুনেছি হংকং গেছেন। ভদ্রলোক স্মিত মুখে বলতেন, ওর বসের সঙ্গে গেছেন।

অফিসের কাজে।

পাড়ার অন্য বাড়ী গেলে শুনতে হত, শুনেছেন ঐ ভদ্রলোকের বউ প্রায়ই বিদেশ যায়, ওর বসের সঙ্গে। অফিসের কাজ না কচু! কি যে হচ্ছে আজকাল। ভদ্রলোকের "লজ্জা শরম" নেই নাকি। দেখে না কিছু।

পাড়ায় এখন এটা এক নম্বর গুজব। ওদের বাড়ী গেলে স্ত্রীর প্রসঙ্গ উঠলে ভদ্রলোক বোধ হত "লজ্জা" পেতেন, স্ত্রীর প্রসঙ্গ এড়িয়ে যেতেন।

মাঝখানে আমি বেশ কিছুদিনের জন্য দেশের বাইরে গিয়েছিলাম। ফিরে এসে ওদের খোঁজ নিয়ে শুনেছি ভদ্রলোক আত্মহত্যা করেছেন ঘুমের বড়ি গিলে। স্ত্রীর জন্য লজ্জায় শেষের দিকে মুখ দেখাতে পারতেন না। মহিলাটি পরে অন্য পাড়ায় বাসা ভাড়া করে চলে গেছেন।

৫

এ দুটি কেস স্টাডি থেকে স্পষ্ট হচ্ছে যে ১. সম্মান বোধ বাংলাদেশে নেহাতই পুরুষের একচেটিয়া এটা সত্য নয়, ২. তেমনি সত্য নয় এ ধারণা যে লজ্জা নেহাতই নারীর সঙ্গে যুক্ত। গার্জ যাকে 'অভিজ্ঞতা-কাছের' ('experience nearness') প্রত্যয়[৮] বলে অভিহিত করেছেন সেটি খুব সম্ভব ঠিক। 'অভিজ্ঞতা কাছের' প্রত্যয় এই অর্থে ঠিক যে মানুষ (নারী ও পুরুষ দুই-ই) এই প্রত্যয় ব্যবহার করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে। সম্মানকে সম্মান, লজ্জাকে লজ্জা বলা ছাড়া আর কি বলা যায়? সম্মানের বোধ কিংবা লজ্জার বোধ পুরুষ ও নারী দুইয়ের ক্ষেত্রে ক্রিয়াশীল। ক্রিয়াশীলতার রকমফের সমাজ পরিস্থিতি, সমাজ পরিবর্তমানতার ওপর নির্ভরশীল। এই নির্ভরশীলতা আবার বিভিন্ন স্তরে কাজ করে, যেমন ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান। কেস স্টাডি-২ এ স্বামী যদি গরীব স্কুল শিক্ষক না হয়ে বড় ব্যবসায়ী কিংবা উচ্চ পদমর্যাদা সম্পন্ন পেশাজীবী হত তাহলে, তার সম্মানবোধ কিংবা লজ্জার বোধ ভিন্ন রকম হত।

উন্নি উইকান মূল্যবোধের সঙ্গে সম্পৃক্ত করে নারী ও পুরুষের দুই ভিন্ন জগত বলে যা চিহ্নিত করেছেন সেটি কতটুকু ঠিক? তাঁর মতে নারীদের অসংখ্য ক্ষুদ্র জগত আছে যেখানে পুরুষদের অবস্থান

প্রান্তিক এবং ঐ প্রান্তিক অবস্থানের মধ্যে সে-জগতে পুরুষেরা স্বামী, ভ্রাতা, পুত্র ইত্যাদি আংশিক ভূমিকা পালন করে থাকে। আবার পুরুষের একটি একক বড়ো পৃথিবী আছে যে পৃথিবীতে নারীরা ও অন্তরিত, ঐ অন্তরণ ও আংশিক, পুরুষের ক্ষেত্রে নারীরা যেমন জননী, স্ত্রী, কন্যা, ভগ্নী বিবিধ আংশিক ভূমিকা পালন করে থাকে। দুই পৃথিবীতে পুরুষ এবং নারীর জন্য দুই মানদন্ড নির্দিষ্ট। এ মানদণ্ড অনুযায়ী পুরুষ এবং নারী সম্মান কিংবা লজ্জা ব্যাখ্যা করে।[৯]

কিন্তু কেস ষ্টাডি দুটিতে আমি দেখিয়েছি পুরুষ ও নারীর পৃথিবী পরস্পর বিরোধি নয় এবং দুই পৃথিবীর জন্য দুটি মানদণ্ড নেই। আসলে দুজন/দুপক্ষ একটি পৃথিবীর বাসিন্দা এবং একটি মানদন্ড দুজন/দুপক্ষের ক্ষেত্রে কাজ করে। যদি না-ই করত তাহলে কেস ষ্টাডি-১ সম্মানের বোধ একজন নারীর সঙ্গে যুক্ত হত না কিংবা কেস ষ্টাডি-২ এ লজ্জার বোধ একজন পুরুষের যুসঙ্গে ক্ত হত না।

৬

একপক্ষে উন্নি উইকান যিনি প্রচলিত সমাজ বোধ অস্বীকার করেছেন, অন্যপক্ষে পিট-রিভার্স এবং অন্যান্যরা যাঁরা প্রচলিত সমাজ বোধ স্বীকার করেছেন, দুপক্ষের কেউই সম্মান এবং লজ্জার বোধকে সমাজ পরিবর্তমানতার পরিসরে বিশ্লেষণ করেন নি। দুপক্ষই মতাদর্শের নৃতাত্ত্বিক পর্যালোচনার মধ্যে প্রত্যয়গত সমস্যা প্রোথিত দেখেছেন যথার্থ (authentic) সামাজিক পর্যায় ভাগ, কর্ম, এবং সংস্কৃতির ডিসকোর্স হিসাবে। এই মগ্নতার দরুণ তাঁদের পক্ষে সমাজ পরিবর্তন বিশ্লেষণ সম্ভব হয় নি। দুপক্ষই যথার্থ অর্থ (meanings) (এ ক্ষেত্রে সম্মান এবং লজ্জা) স্বতসিদ্ধ সামগ্রীকতা (a priori totality) হিসাবে বিবেচনা করেছেন। সেজন্য দু পক্ষ একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উত্থাপন করেন নি। সেটি হচ্ছেঃ কি করে একটি সমাজ ব্যবস্থা (রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক গঠন) যথার্থ ডিসকোর্সকে ব্যবস্থা হিসেবে সংরক্ষণ কিংবা ক্ষয় করে। কোন একটি ব্যবস্থার অর্থ তখনই যথার্থ হয় যখন অতীত থেকে ঐ অর্থের পূর্ণ ব্যাখ্যা সম্ভব হয় (প্রথম বংশক্রম থেকে তার নিদিষ্ট উত্তরাধিকারীর কাছে, নিদিষ্ট ক্ষেত্রে করায়ত্ত করার মুহূর্ত থেকে টেক্সটের মধ্যে অন্তরিত হওয়ার মুহূর্ত পর্যন্ত)।[১০]

এভাবেই কোন একটি সমাজের নির্দিষ্ট ডিসকোর্স (সম্মান এবং লজ্জা) স্ব-ব্যাখ্যাও এবং স্ব-পুনরুৎপাদিত হতে থাকে, এভাবেই প্রথায় পরিণত হয়ে যায়। পরিবর্তনের পরিসরে তখন যে-কোন ডিসকোর্সোর সীমাবদ্ধতা বোঝা সম্ভব হয়।

যদি সমাজ পরিবর্তমানতার পরিসরে প্রচলিত সমাজ বোধকে বিশ্লেষণ করা যায়, তাহলে একপক্ষে সমাজ বোধের প্রচলিততা, অন্যপক্ষে সমাজ বোধের পরিবর্তমানতার মধ্যেকার দূরত্ব বোঝা যায়। প্রচলিততা যত বেশী স্বীকৃতি লাভ করে, পরিবর্তমানতা তত নয়। অন্যপক্ষে পরিবর্তমানতার পরিসরেও প্রচলিততা লোক সমাজের বোধ ও চিন্তা আচ্ছন্ন করে রাখে, সেজন্য পরিবর্তমানতা ধরা পড়ে না, প্রচলিততা সমাজ স্বীকৃতি লাভ করে।

সংস্কৃতি কিংবা সংস্কৃতি উদ্ভূত শব্দ এবং অর্থ (এ ক্ষেত্রে সম্মান এবং লজ্জা) দেয় (given) অথবা পূর্বনির্ধারিত সত্তা নয়, নৃবিজ্ঞানী যে সত্তার উম্মোচন ঘটান ধীরে ধীরে। বরং সংস্কৃতি হচ্ছে ঐতিহাসিক শক্তি উদ্ভুত ডিসকোর্স সেজন্য নৃবিজ্ঞানীর কাজ হচ্ছে ডিসকোর্সের বিভিন্ন কর্ম বাস্তবিকভাবে কি করে উৎপন্ন হয় এবং কর্তৃত্ববাচক (authoritative) ব্যবস্থা হিসাবে কি করে টিকে থাকে তার জবাব খোঁজা। বাংলাদেশের সমাজে প্রতিযোগী ডিসকোর্সসমূহ ক্রিয়াশীল। এ সব ডিসকোর্স আভ্যন্তরীণভাবে সঙ্গতি সম্পন্ন নয়, বরং তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল টেনসন এবং অস্বচ্ছতা। ঐ সবের কারণ বিবিধ ঃ ঐতিহ্যবাহী সমাজ কাঠামো, শ্রেণী অস্পষ্টতা, দ্রুত সামাজিক পরিবর্তন ; সবটাই একক কিংবা একত্রে টেনসন এবং অস্বচ্ছতা তৈরি করতে পারে।

দুটি বাংলা উপন্যাসের টেক্সট বিচারের মধ্যে দিয়ে আমি সম্মান এবং লজ্জার প্রতিযোগী ডিসকোর্সের খোঁজ করব। প্রথম উপন্যাসটির নাম ঃ আনোয়ারা, প্রকাশকাল বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক। দ্বিতীয় উপন্যাসটির নাম ঃ লাল সালু, প্রকাশকাল বিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক। প্রথম উপন্যাসে পাটের বাজার এবং সম্পত্তির পরিসরে সৎ মা এবং আনোয়ারার আভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব, দ্বন্দ্বের বিস্তারের মধ্যে দিয়ে সৎ মার 'মাতৃসুলভ লজ্জার' বিলোপ ; আনোয়ারার স্বামীর মঙ্গল কামনায় 'নারীসুলভ লজ্জা' বিসর্জন ; দ্বিতীয় উপন্যাসে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর ধর্মীয়

মতাদর্শের আগ্রাসনের মধ্যে ধর্ম নিয়ে বাজার ব্যবসা, মজিদের স্ত্রীর সেই ব্যবসা সম্বন্ধে মোহমুক্ত আচরণ, 'স্বামীর সম্মান' সম্বন্ধে ঔৎসুক্যহীনতা এবং 'প্রথাগত নারীর লজ্জা' সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপহীনতা। প্রথম উপন্যাসে প্রথাগত ডিসকোর্স হচ্ছে ঃ 'লজ্জা নারীর ভূষণ' এবং প্রতিযোগী ডিসকোর্স হচ্ছে ঃ সংকট মুহূর্তে 'নারীসুলভ বিসর্জন কাম্য'। দ্বিতীয় উপন্যাসে প্রথাগত ডিসকোর্স হচ্ছে ঃ 'স্বামীর সম্মানই' নারীর সম্মান এবং প্রতিযোগী ডিসকোর্স হচ্ছে ঃ স্বামীর সম্মান সম্বন্ধে ভ্রূক্ষেপহীনতা এবং প্রথাগত নারীর লজ্জাসুলভ আচরণের বিপরীতে 'লজ্জাহীন আচরণ'। এ দুটি উপন্যাসে প্রদত্ত বিরোধি এবং প্রতিযোগী ডিসকোর্স প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নৃবিজ্ঞানী হিসাবে আমার কাজ হচ্ছে সম্মান এবং লজ্জা সম্বন্ধে যা বলা হয়েছে তাকে প্রচলিততার পরিসর থেকে বিচ্ছিন্ন করা এবং পরিবর্তমানতার পরিসরে ঝোঁকগুলি আলাদা করা। এই প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়েই টেক্সটের ক্ষেত্রে লেখক যে ঝোঁক অবদমিত করার চেষ্টা করেছেন, সেই ঝোঁক এবং টেনসন উৎসারিত ফর্ম সকল বিভিন্ন পাঠের মধ্যে দিয়ে নির্মিত এবং পুর্ণনির্মিত হতে থাকে। সেজন্য ডিসকোর্স একটি নয়, বহু; প্রথাগত ডিসকোর্সের সমান্তরালে ক্রিয়াশীল প্রতিযোগী ডিসকোর্সও।

৭

এই প্রবন্ধের প্রথম দিকে নৃবিজ্ঞানের ডিসকোর্সে লিঙ্গীয় অবস্থানের সমস্যাবহুলতার (problematics) উল্লেখ করেছি। প্রথাগত চিন্তা এবং প্রচলিত মতাদর্শ পুরুষ এবং নারীর চূড়ান্ত ভিন্নতার ওপর জোর দিয়ে থাকে। ভিন্নতার (different) যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতীকি ব্যবস্থার বদলে বিরোধি (conflicting) যুক্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত সামাজিক প্রতীকী ব্যবস্থার প্রবর্তনই প্রতিটি যৌন সত্তার মধ্যেকার বহুতম বিভিন্নতা (উল্লেখিত উপন্যাস দুটির বহুতল পাঠ) উন্মোচিত করতে পারে। স্তরবিন্যস্ত সমাজব্যবস্থা চূড়ান্ত নয়, একটি 'শ্রেষ্ঠ' পুরুষী সত্তা (যার প্রতীক সম্মানের বোধ) এবং একটি 'নিকৃষ্ট' নারী সত্তা (যার প্রতীক লজ্জার বোধ) সর্বজনীন নয়। বৈপরীত্য ভিত্তিক স্তরবিন্যাসের মধ্যে ক্রিয়াশীল ভিন্নতা এবং বিরোধিতাই হচ্ছে লিঙ্গীয় অবস্থান।[১১] এই সূত্রটি গ্রহণ করলে নির্দিষ্ট লিঙ্গীয় স্মারকের

(সম্মান এবং লজ্জা) অনমনীয় স্তরবিন্যস্ততার সমস্যা এড়ানো যায়, আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে বহুতল ও বিভিন্ন লিঙ্গীয় ক্রিয়াশীলতা, যে-ক্রিয়াশীলতা বাস্তবে একান্তভাবে পুরুষ কিংবা নারীর লিঙ্গীয় সত্তার সঙ্গে যুক্ত নয়। বাস্তব থেকে ক্রিয়াশীলতা না দেখে মতাদর্শগত ষ্টেটরিওটাইপ থেকে লিঙ্গীয় ক্রিয়াশীলতা ও অবস্থান বুঝতে গেলে বিভ্রান্তি তৈরি হয়। এই বিভ্রান্তির বহু নজির নৃবিজ্ঞানের সাহিত্যে রয়েছে।

তথ্যপঞ্জী

১. S. Rushdie, *Shame*, Jonathan Cape, London, 1983.

২. J. Pitt-Rivers, "Honour and Social Status" in J.G. Peristiany. (ed.), *Honour aud Shame : The Values of Mediterranean Society*, University of Chicago Press, Chicago, 1974.

৩. J. Pitt-Rivers, Honour in *Encyclopaedia of the Social Sciences*, MacMillan, New York, 1968.

৪. Anton Blok, "Rams and Billy-goats : A Key to the Mediterranean Code of Honour", *Man*, no. 1, vol. 16, 1981.

৫. P. Dode, "Family, Honour and the Forces of Change in Arab Society", *International Journal of Middle Eastern Studies*, 4, 1973.

৬. J. Black-Michaud, *Cohesive Force : Feud in the Mediterranean and the Middle East*, Blackwell, Oxford, 1975.

৭. Unni-Wikan, *Behind the Veil in Arabia. Women in Oman*, The Johns Hopkins University Press, Baltimore and London, 1982.

৮. C. Geertz, "From the Native's Point of View : On the Nature of Anthropological Understanding", in K. H. Basso and H. A. Selby (eds.), *Meaning in Anthropology*, School of American Research, Albuquerque, 1976.

৯. Unni-Wikan, "Shame and Honour : A Contestable Pair", *Man*, no. 4, vol. 19, 1984.

১০. Talal Asad, "Anthropology and the Analysis of Ideology" *Man*, no. 4, vol. 14, 1979.

১১. Leslie W. Rabine, "No Lost Paradise : Social Gender and Symbolic Gender in the Writings of Maxine Hong Kingston" *Signs*, no 3, vol. 12, 1987.